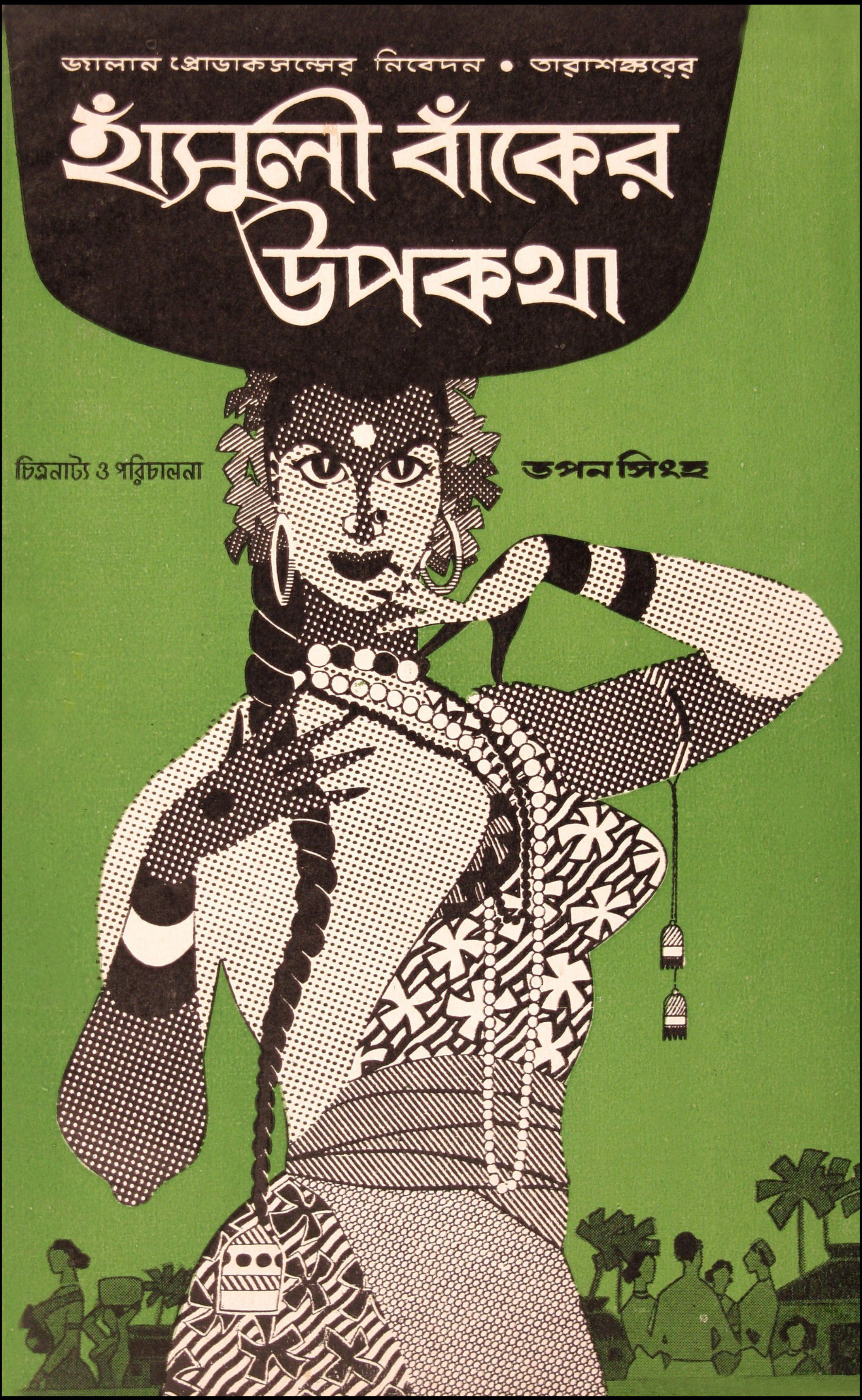
জালান প্রোডাকসন্সের নিবেদন • তারাশঙ্করের
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
তপন সিংহ

সুবোধ রায় নিবেদিত

জালান প্রোডাক্‌সন্স-এর প্রথম নিবেদন

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

কাহিনী ও গীতরচনা : **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **তপন সিংহ**

প্রযোজনা : **শ্যামলাল জালান** সংগীত পরিচালনা : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

চিত্রশিল্পী : বিমল মুখোপাধ্যায়

শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র

সম্পাদনা : সুবোধ রায়

রূপসজ্জা : মদন পাঠক

শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোঃ (অন্তঃদৃশ্যে)
দেবেশ ঘোষ (বহিঃদৃশ্যে)
মৃণাল গুহঠাকুরতা ,,
শচীন চক্রবর্ত্তী ,,

সংগীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দ যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ

কর্মসচিব : রতন চক্রবর্ত্তী

ব্যবস্থাপনা : শান্তি শেখর চৌধুরী

পোষাক : যতীন কুণ্ডু

নৃত্য-পরিকল্পনা : শক্তি নাগ

স্থিরচিত্র : ক্যাপস্

প্রচার : সুকুমার ঘোষ

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : বলাই সেন, শ্যামল চক্রবর্ত্তী, তপন ভট্টাচার্য্য। চিত্রগ্রহণে : দীপক দাস, কে. এ. রেজা, অমূল্য দত্ত, ক্ষেত্র লঙ্কা। সম্পাদনায় : নিমাই রায়। শিল্প-নির্দেশনা : বুদ্ধদেব ঘোষ, হারা, অরুণ, সূর্য্য চ্যাটার্জী। শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ, কালী, মহাদেব। ব্যবস্থাপনায় : গৌর দাস, বনমালী পাণ্ডে, সুরেন দাস, বাহাদুর, সদাশিব। সংগীত-পরিচালনায় : সমরেশ রায়। আলোকসম্পাতে : দুলাল শীল, শম্ভু ব্যানার্জ্জী, নিতাই শীল, জগু সিং, শৈলেন দত্ত, হরিপদ হাইত।

বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটারিতে পরিস্ফুটিত
ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে আর. সি. এ.
এবং স্টেনসিল হফ্‌ম্যান শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পার্ব্বতীশঙ্কর বন্দ্যোঃ (লাভপুর), সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর), পলাশ বন্দ্যোঃ (লাভপুর), ভোলানাথ বন্দ্যোঃ (লাভপুর), ভোলানাথ চট্টোঃ (লাভপুর), এ. কে. এবং বি. কে. রেলওয়ে, ন্যাশনাল সুগার মিলস্ লিমিটেড (আমেদপুর), অনুগত 'ল্যাসি' অফ সি. সি. (এ্যাঃ)।

পরিবেশক : **জালান ডিষ্ট্রিবিউটাস**

কাহিনী

কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলীবাঁক—অর্থাৎ যে বাঁকটার অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা ঠিক হাঁসুলী গয়নার মতো। এই হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা আড়াই শ বিঘা জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাদি। এই খানেই পুরুষানুক্রমে বাস করে আসছে কাহার বাউরীরা তাদের বিচিত্র সমাজ, বিচিত্র রীতিনীতি, অন্ধ বিশ্বাস আর সরল গ্রাম্যতা নিয়ে। সভ্যতার যা কিছু অগ্রগমন, সব যেন এই বাঁশবাদির বাঁশবনের অন্ধকারে এসে হঠাৎ থমকে গেছে।

এই কাহারপাড়ায় অনেকদিন বাদে প্রথম চাঞ্চল্য নিয়ে এল উঠতি বয়সের এক তরুণ কাহার—করালী। বাপ পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে বেহারা হল না—হ'ল এখান থেকে কিছুদূরের চন্দনপুর রেলকারখানার কুলী। ধুলোমাটির বদলে গায়ে লাগাল তেলকালির দাগ। আর তারপর আচার ব্যবহার কথা-বার্তায় এমন একটা ভাব প্রকাশ করতে লাগল যেন সে এই কাহারদের আজন্মলালিত বিশ্বাস আর সংস্কারের মূলে ঘা বসাতে বদ্ধপরিকর। কাহারপাড়ার করালী যেন একটি মূর্তিমান সমস্যা। বিশেষ করে কাহারদের মাতব্বর বনোয়ারীর কাছে।

করালীর উপর খুশি ছিল শুধু গাঁয়েরই হেঁপো রুগী নয়ানের যুবতী বৌ পাখী—মনে মনে যার করালীর সঙ্গে 'রঙ' হয়েছে। অবশ্য, এই রঙের খেলায় কোন লজ্জা নেই কাহারদের। ভালবাসাকে ঢাকতে জানেনা ওরা। তাই, মধ্যে মধ্যে কাহার বাউরীর তরুণী মেয়ে হঠাৎ বানভাসা কোপাইয়ের মতো ক্ষেপে উঠে ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ায়। শুধু করালীই যে পাখীর সঙ্গে রঙ করে তা নয়, করে অনেকেই। যেমন, মাতব্বর বনোয়ারী রঙ করে আটপৌরে পাড়ার মাতব্বর পরমের বন্ধ্যা স্ত্রী কালোবউ বা কালোশশীর সঙ্গে। অবশ্য তফাৎ একটু ছিল। পাখী-করালীর রঙের কথা সকলেই জানত।

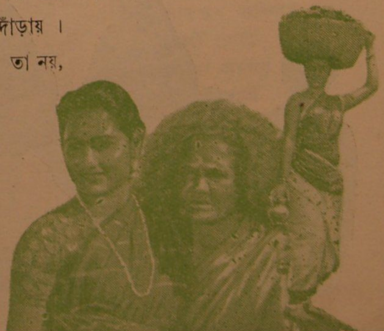

কিন্তু বনোয়ারী আর কালোবউয়ের কথা পৃথিবীতে কেউ জানত না।

কিন্তু তাও জেনেছিল একজন—সে প্রাণকেষ্ট বা নিমতেলে পানু। একদিন সন্ধ্যায় কাহারদের পরমারাধ্য দেবতা বাবার থানে যাবার পথে ঘন বনের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল বনোয়ারী আর কালোবৌকে। ফিরে এসে এ নিয়ে গানও বেঁধেছিল সে। শুনে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল বনোয়ারীর।

কিন্তু তার চাইতেও বড় চিন্তা ঐ করালীকে নিয়ে। ছোকরা রেলের কুলী গ্যাংএ কাজ করে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। পাখীকে নিয়ে পালিয়ে গেল সে চন্দনপুরে। ধরে বেঁধে যদিও বা দুজনকে ফিরিয়ে নিয়ে এল বনোয়ারী, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দুজনের 'সাঙা' দিয়ে দিল, তবুও করালী যেন কিছুতেই বশ মানতে চায়না। যতসব নতুন নতুন অনাসৃষ্টির কথা শুনিয়ে সারা কাহারপাড়াকে সে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়।

যুদ্ধ লাগল। বদলে গেল দুনিয়া। আর সেই সঙ্গে বদলে গেল কাহারদের জীবনের ছক। বনোয়ারীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও করালী এসে গাঁয়ের মানুষদের ক্ষেপাতে লাগল চন্দনপুরে যাবার জন্য। সেখানে যুদ্ধের ঢেউ এসে লেগেছে। সেখানে কাঁচা পয়সা।

একদিকে বনোয়ারী, আর কাহারপাড়ার আজন্মলালিত সংস্কার। অন্যদিকে করালী, আর নতুন দিনের সর্বনাশা ডাক। দুটো ভিন্নমুখী স্রোতের টানে দুলতে লাগল কাহারপাড়ার মানুষগুলোর মন। দুলতে লাগল বুড়ি সুঁচাদ, পাখী, নসুবালা, পানু, পরম, নয়ান আর নয়ানের মা। দুলতে লাগল বাঁশবাদির আদিম অন্ধকার।

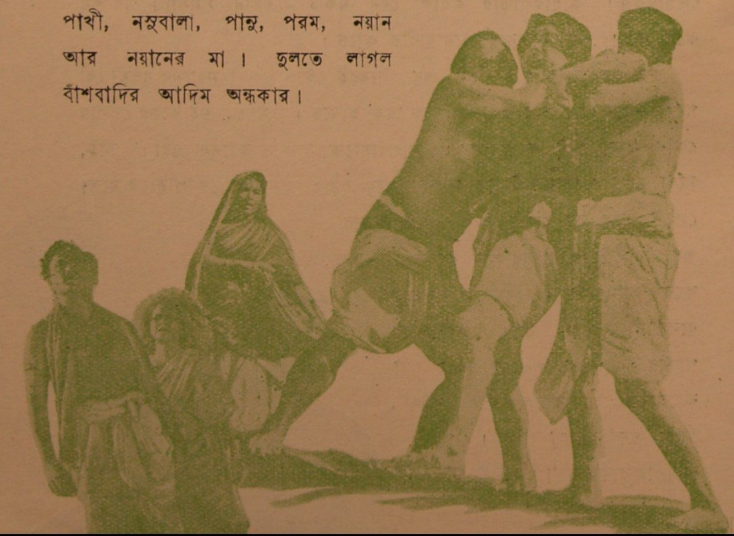

গান

(১)

গোপনে মনের কথা—মনের কথা
বলতে দেগো আঁধার গাছ তলায়
ও হায়, ঠাণ্ডা শেতল সাঁঝ বেলায়।
ঝুঝকী আলোয় দিপিং দিপিং
জোনাক মেলা
মনের কথা ফিসিং ফিসিং রংএর খেলা
বিনি সুতোয় গাথা মালা—জুড়োন জ্বালা
বঁশী বাজা কদম তলে
আদ্যি কালের গান পালায়
ঠাণ্ডা শেতল সাঁঝ বেলায়
গোপনে মনের কথা—মনের কথা
বলতে দেগো আঁধার গাছ তলায়
ও হায়, ঠাণ্ডা শেতল সাঁঝ বেলায়।

(২)

ভাইরে আলোর তরে ভাবনা কেন হায়রে,
অন্ধকারেই পরাণ পাখী সেই দেশেতে যায়রে,
আলোর তরে ভাবনা কেন হায়রে।
লম্ফ পিদিম চন্দ্র সুয্যি তাইরে নাইরে নাইরে,
আলোর তরে ভাবনা কেন হায়রে।
না থাক হোথায় আছে একজনা ভাই
এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়,
দুই চোখে তার দুইটি পিদিম,
হায় সে কী রোসনাই রে।
আলোর তরে ভাবনা কেন হায়রে।
অন্ধকারেই পরাণ পাখী সেই দ্যাশেতে যায়রে
আলোর তরে ভাবনা কেন হায়রে।

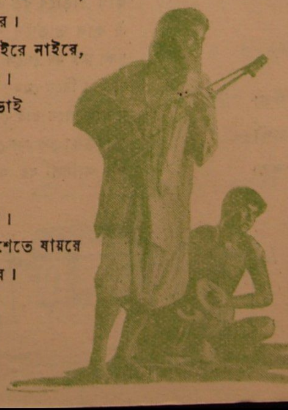

(৩)

হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়
কোপাই নদীর জলে কথা ভেসে যায় রে
হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়।
যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই
সেই বাঁশে হয় বাঁশী,
বাঁশবাদির বাঁশগুলিরে তাইতো ভালবাসি।
বাঁশের বেড়ের ঝাঁপি শেষে ভাঙলে মিলিটারী
কাহারেরা হায়রে বিধি হল ভমনকারী,
দুঃখের কথা ও ভাই বলব কারে হায়
কোপাই নদীর জলে কথা ভেসে যায় রে
হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়।
যে গড়ে ভাই সেই ভাঙেরে—যে ভাঙে সেই গড়ে
ভাঙা গড়ার কারখানাতে দেখলাম উঁকি মেরে
জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই রে
জল ফেলিতে নাই ও চোখে জল ফেলিতে নাই,
বিধাতা বুড়োর খেলা দেখে যারে ভাই,
কোপাই নদীর জলে কথা ভেসে যায় রে
হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়।

(৪)

প্লোহী প্লোহী
প্লোহী প্লোহী
জোর পায়ে চলিব
প্লোহী প্লোহী
আরো জোর কদমে
প্লোহী প্লোহী
জেরাটাক বায়ে ভাই
প্লোহী প্লোহী
আলপথে নামিলাম
প্লোহী প্লোহী
বেহারা সাবধান
প্লোহী প্লোহী
সাবধান হইলাম
প্লোহী প্লোহী
বরষা আসিল
প্লোহী প্লোহী

হাওয়া উঠিল
প্লোহী প্লোহী
কনে বউ ভিজিল
প্লোহী প্লোহী
কত্তা কাঁদিল
প্লোহী প্লোহী
বরের পাল্কী পড়িল পিছনে
প্লোহী প্লোহী
আগে চলে লক্ষী
প্লোহী প্লোহী
পায়ে পায়ে পায়ে পায়ে
প্লোহী প্লোহী
পাস কর পাল্কী
আগে যাবে নারায়ণ
পিছে থাক পাল্কী
আগে যাবে লক্ষী
কদমে কদমে
বেহারা চলোরে
প্লোহী প্লোহী
গিন্নী আগে গেল
প্লোহী প্লোহী
কত্তার মান যায়
প্লোহী প্লোহী
জোরসে জোরসে
আগে যাবে কত্তা
জোরসে জোরসে
আগে যাবে লক্ষী
আগে যাবে কত্তা
আগে যাবে লক্ষী

··কত্তা
··লক্ষী
··কত্তা

আমার বিয়ে যেমন তেমন
দাদার বিয়ে রাই বেঁশে।
আয় ঢকা ঢক মদ খেসে।
দাদার চোখে রং-এর নেশা
নেশায় তোরা চোখ রাঙাসে
ঢকা ঢক—ঢকা ঢক মদ খেসে
বর আসিল বর আসিল ও বউ তুমি অঙ্গ তোলো
বাবা বর নামিল বউ নামিল,
ও বর বউ-এর ঘোমটা তোলো
বর আসিল বর আসিল ও বউ তুমি অঙ্গ তোলো।
চুটকি পায়ে ঝুমঝুমিয়ে
আয় লো ছুটে যা বসে
তোরা আয় লো ছুটে যা বসে
কিনে আন নথের কাঁদি
বউ-এর ভাই তু দাম দেসে
ও বউ-এর ভাই তু দাম দেসে
ঢকা ঢক মদ খেসে
আমার বিয়ে যেমন তেমন
দাদার বিয়ে রাই বেঁশে
আয় ঢকা ঢক মদ খেসে
বর আসিল বর আসিল······
যাক না মাথার সান খুলে লো
গায়ের আঁচল যাক খসে
গায়ের আঁচল যাক খসে
লে হেঁসে আজ যত পারিস
কাল তাড়াবে বউ এসে
ঐ কাল তাড়াবে বউ এসে
ঢকা ঢক মদ খেসে।
আমার বিয়ে যেমন তেমন
দাদার বিয়ে রাই বেঁশে
আয় ঢকা ঢক মদ খেসে
বর আসিল বর আসিল······

কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,
সুর সোহাগে তন্দ্রালাগে কুসুমবাগে গুলবদনে।
ঝিমিয়ে আসে ভোমরা পাখা,
যুথীর চোখে আবেশ মাখা,
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা,
ভোর গগনের দর দালানে।
লজ্জাবতীর ললিত লতায় শিহর লাগে পুলক ব্যথায়
মালিকা সম বধূরে জড়ায় দর দালানে ভোর গগনে
সহসা জাগি আধেক রাতে,
শুনি সে বাঁশী বাজে হিয়াতে
বাহু সিথানে কেন কে জানে,
কাঁদে গো পিয়া বাঁশীর সনে

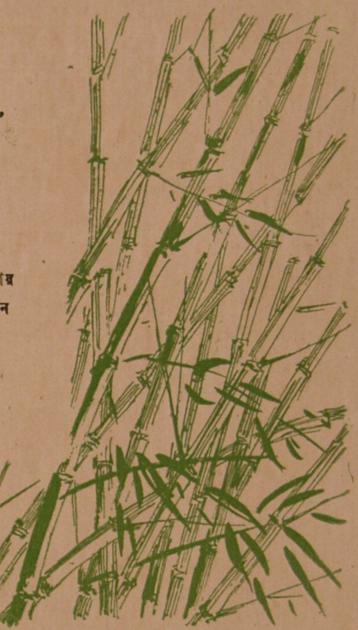

রূপায়ণে

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দিলীপ রায় ॥ নিভাননী দেবী ॥ অনুভা গুপ্তা ॥ রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ লিলি চক্রবর্ত্তী ॥ রবি ঘোষ ॥ প্রশান্ত কুমার ॥ দেবী নিয়োগী ॥ চন্দন রায় ॥ বীরেশ্বর সেন ॥ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রথীন ঘোষ ॥ সুখেন দাস ॥ কেষ্ট দাস ॥ মাতৃপ্রসাদ ॥ শিবশঙ্কর মুখার্জ্জী ॥ সতু মজুমদার ॥ রসরাজ চক্রবর্ত্তী ॥ লালু বর্মন ভোলা বসু ॥ মিসেস দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।

জালান প্রোডাকসন্সের পরবর্তী নিবেদন

নলিনীকান্ত সরকারের কাহিনী অবলম্বনে

দাদাঠাকুর

পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য :

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা :

সুধীর মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত :

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রযোজনা :

শ্যামলাল জালান

ভূমিকায় :

ছবি বিশ্বাস, সুলতা, বিশ্বজিৎ, ভানু, তরুণ কুমার,
ছায়া দেবী, গঙ্গাপদ বসু প্রভৃতি

শ্যামলাল জালান প্রযোজিত

জালান প্রোডাকসন্সের আগামী নিবেদন

বাঘিনী

কাহিনী
সমরেশ বসু

পরিচালনা
তপন সিংহ

জালান প্রোডাকসন্স, ১৮৩।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত
ও অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।